প্রথম খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ ৫৩

জোর করে কর্মত্যাগ অসম্ভব ৫৪

যজ্ঞার্থে কর্মসম্পাদন ৫৭

ভগবানকে খাদ্য নিবেদনের ফল ৫৯

ভগবৎ-ভাবনাময় ভক্তের স্তর ৬১

সাধারণ মানুষ মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে অনুসরণ করেন ৬১

ভগবানও কর্ম করেন ৬৩

ভগবৎ-সেবাময় কর্ম করে জ্ঞানীগণ অন্যদের পথ দেখাবেন ৬৪

স্বেচ্ছাচারীদের জীবন বৃথা ৬৫

স্বধর্ম পালনের প্রয়োজনীয়তা ৬৭

কাম জীবের পরম শত্রু ৬৮

ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কাম জয় ৭০

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

সংক্ষিপ্তসার

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ হলে কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভয়ংকর যুদ্ধে নিযুক্ত করছেন। উত্তরে ভগবান বললেন যে, কর্মত্যাগ করে কর্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভ অত্যন্ত কঠিন। জোর করে কর্মত্যাগও অসম্ভব। যারা বাইরে কর্মত্যাগের ভাণ করে অন্তরে ভোগসুখের কল্পনা করে, তারা ভণ্ড। এর চেয়ে কর্ম করাই শ্রেয়। কর্ম করা উচিত যজ্ঞার্থে — অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। যজ্ঞের ফলে দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হন, তাঁদের নিকট থেকে বৃষ্টি, শস্য প্রভৃতি বাঞ্ছিত দ্রব্যাদি লাভ করে মানব-সমাজ সমৃদ্ধ হয়।

ভগবানকে আহার্য নিবেদন করে কেবল তাঁর প্রসাদ ভোজন করা উচিত। যারা তা করে না, তারা চোর। যে কেবল নিজের ভোগতৃপ্তির জন্য কর্ম করে, সেই ইন্দ্রিয়ভোগীর জীবন ব্যর্থ হয়।

সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কর্তব্য হচ্ছে ভগবৎ-সেবামূলক কর্ম করার মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দান করা। সমাজের প্রত্যেকের কর্তব্য ভগবৎ-প্রীতির জন্য নিজ নিজ স্বধর্ম পালন করা।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, কেন মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়। উত্তরে ভগবান বললেন যে কাম হচ্ছে এর কারণ। চির অতৃপ্ত কাম জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত করে তাকে বিমোহিত করে। ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে দুর্জয় শত্রু কামকে বিনষ্ট করে পুনরায় শুদ্ধ চেতনা লাভ করা যায়।

● জোর করে কর্মত্যাগ অসম্ভব

শ্লোক ১-৫

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কেশব! যদি কর্মের থেকে ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ হয়, তা হলে কেন আমাকে এই ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হতে বলছ?"

উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে অর্জুন! কেবল কর্মত্যাগ করে সাফল্য লাভ অত্যন্ত কঠিন। জোর করে কর্মত্যাগ করা যায়, কিন্তু তাতে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায় না। আর জোর করে কর্মত্যাগ করাও অসম্ভব। কারণ জড় মায়ার তিনটি গুণে চালিত হয়ে প্রতিটি বদ্ধ জীব অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। এই জন্য কেউই কর্ম না করে ক্ষণকালও থাকতে পারে না।"

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে দুঃখময় ভবসাগর হতে উদ্ধার করার জন্য আত্মার তত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি সকাম কর্ম বর্জন করে বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎ-চেতনাময় কর্ম করার মাধ্যমে জড় বাসনা ও জড় বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে, পরম চিন্ময় (ব্রহ্মভূত) স্তরে অধিষ্ঠিত হতে উপদেশ দিয়েছেন। এই রকমভাবে কর্ম করাকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনা মানে এই নয় যে, সমস্ত কর্ম থেকে অবসর নিয়ে নির্জনে একান্তে বসে হরিনাম জপ করা। কিছু লোক এইভাবে কৃষ্ণভাবনার ভুল অর্থ করে। উপযুক্ত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত, এই রকম নির্জন-বাসে কখনও কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায় না। অর্জুন আসলে যুদ্ধের কঠোরতা এড়ানোর জন্য কৃষ্ণভাবনার অজুহাত দিচ্ছেন।

কিন্তু ভগবান তা অনুমোদন করছেন না। তিনি বলছেন, প্রতিটি বদ্ধ জীবের মন-বুদ্ধি কলুষিত, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তমের দ্বারা প্রভাবিত। এই গুণগুলির প্রভাবে প্রতিটি জীব যেন অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই জোর করে এই কর্মপ্রবৃত্তিকে দমন করা অসম্ভব। প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের কলুষময় প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করা। তা কর্মত্যাগ করার মাধ্যমে সম্ভব নয়; ভগবৎ-সেবায় মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় ও কর্মপ্রবৃত্তিকে নিয়োগ করলে চেতনা ও প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ হয়। যেমন এখানে অর্জুন তার যুদ্ধ-প্রবৃত্তিকে কৃত্রিমভাবে দমন না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূরণের জন্য কোন রকম ফলাফলের কথা না ভেবে

প্রয়োগ করতে পারেন। এই হচ্ছে বুদ্ধিযোগ বা যথার্থ কর্মযোগ। এইভাবে কর্ম করলে জড় মায়ার গুণগুলি থেকে এবং কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

জগতে আমরা দেখি, কেউ ধনশালী হতে চেষ্টা করছে, কেউ যশস্বী হতে চাইছে, কেউ বিদ্বান হতে চাইছে, কেউ নেতা হতে চাইছে, কেউ বা নেশা, হিংসায় অভিভূত হয়ে নিষ্ঠুর কাজ করছে। কিন্তু এইগুলি শুদ্ধ আত্মার বৃত্তি নয়, এগুলি তিনটি জড় গুণের ক্রিয়া। তাই বুদ্ধিকে যখন ভগবৎ-সেবায় যুক্ত করা হয়, তখন গুণমুক্ত হয়ে শুদ্ধ হওয়া যায় এবং বুদ্ধি ও চেতনা কলুষমুক্ত, পরিশুদ্ধ হয়।

শ্লোক ৬-৮

কোন মূঢ় ব্যক্তি যদি তার কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্যিকভাবে দমন করে, কিন্তু মনে মনে রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়সুখের বিষয় স্মরণ করতে থাকে, তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন, তিনি এই রকম মিথ্যাচারীর চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

অতএব অর্জুন, তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান কর, কারণ কর্মত্যাগ করা থেকে তা শ্রেয়।

বিশ্লেষণ

অনেক বেশধারী সাধু রয়েছে, যারা সমস্ত কর্ম থেকে বাহ্যিকভাবে বিরত হয়ে নিজেদের অনেক উচ্চ যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে জাহির করে। অবশ্য নিজেদের অনাসক্ত বৈরাগী, বিষয়বিরক্ত বলে লোকসমক্ষে নিজেদের উপস্থাপিত করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে ইন্দ্রিয়ভোগের নানা জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে, এবং অনেকেই তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের বেগের কাছে নতি স্বীকার করে। অবশ্য নানা তত্ত্বকথার জাল বুনে তারা অজ্ঞ লোককে ঠকিয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এদের মিথ্যাচারী ভণ্ড বলেছেন। সাধুর বেশ ধরে লোক ঠকানো এই রকম ভণ্ডের চেয়ে একজন কর্তব্য-পরায়ণ মেথরও অনেক মহৎ।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বধর্মে নিরত হতে বলছেন, কারণ মিথ্যাচার করে উচ্চ সাধু হওয়ার ভাণ না করে, শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য স্বধর্ম পালন করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা শ্রেয়। শ্রীবিষ্ণুর চরণারবিন্দে আশ্রয় লাভ করাই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত স্বার্থ বা স্বার্থগতি। বর্ণাশ্রম ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে সকল

মানুষকে তাদের পরম স্বার্থলাভের দিকে নিয়ে যাওয়া। তাই মর্কট বৈরাগী হবার পরিবর্তে ভগবানের সেবা করলে, একজন গৃহস্থও ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে।

মানব চেতনায় ত্রিগুণের প্রতিক্রিয়া

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ
(Therr Modes of Material Nature)

সত্ত্ব *Mode of Goodness*	**রজ** *Mode of Passion*	**তম** *Mode of Ignorance*
● শুচিতা	● প্রবল	● অজ্ঞানতা
● ধার্মিকতা	● কর্মোদ্যম	● আলস্য, অদ্যমহীনতা
● সদাচার	● ধন, যশ লাভের প্রবল তৃষ্ণা	● মোহাচ্ছন্নতা
● তপশ্চর্যা	● প্রগাঢ়	● নেশাসক্তি
● অধ্যাত্ম জ্ঞানে আগ্রহ	● ভোগাসক্তি	● অপবিত্রতা

● যজ্ঞার্থে কর্ম সম্পাদন
জড়বন্ধন মুক্তির উপায়

শ্লোক ৯-১২

হে অর্জুন! কেবল যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম করা উচিত। অন্যথায় কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাই হে কৌন্তেয়! তুমি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্তব্যকর্ম কর, তার ফলে তুমি জড়বন্ধন হতে মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান প্রজা সৃষ্টির পর তাদের বলেছিলেন, "তোমরা যজ্ঞ কর। যজ্ঞের ফলে দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদের সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করবেন, তোমরা সমৃদ্ধ হবে।"

বিশ্লেষণ

যজ্ঞ বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বোঝায়। বেদেও সেই কথা বলা হয়েছে— *যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ*। প্রতিটি জীবকে দেহ ধারণের জন্য কাজ করতে হয়। এই জন্য মানব-সমাজের চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি বর্ণ ও আশ্রমের মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাদের কর্মকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার জন্য নিয়োগ করা। এই ভাবে কর্ম করাকে ভগবদ্‌গীতায় 'বুদ্ধিযোগ' বলা হয়েছে। এইভাবে কর্ম করলে প্রতিটি মানুষ জড় বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যান্য সমস্ত কর্ম— তা শুভই হোক আর অশুভই হোক, জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

ভগবান বিষ্ণু জগতের পালনকর্তা; তিনি আলো, বাতাস, জল, ফল-মূল, দুধ, শস্যাদি আহার্য প্রভৃতি প্রতিটি জীবকে সরবরাহ করার ভার দিয়েছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর। এগুলি মানুষ কৃত্রিমভাবে কারখানায় তৈরি করতে পারে না। যজ্ঞের মাধ্যমে দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হন, আর এই সমস্ত দ্রব্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে তাঁরা সরবরাহ করেন, ফলে মানব-সমাজ সুখী ও সমৃদ্ধ হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা— *ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাম্*। তাই গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন গাছের শাখা-প্রশাখা, পত্র-

শব্দার্থ ঃ মর্কট বৈরাগী — যারা বাইরে বিষয় ত্যাগের ভাণ করে সাধুর বেশ ধারণ করে, কিন্তু তাদের অন্তর বিষয়ভোগের চিন্তায় আকুল।

পল্লব সবই পুষ্ট হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে সমস্ত দেব-দেবীরা তৃপ্ত হন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন। অত্যন্ত সহজসাধ্য কিন্তু আনন্দময় এই যজ্ঞের সাহায্যে সমস্ত জীবই জড় বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে পারে এবং জীবনের পরম উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। নানা বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের কলিযুগে অবতরণ এবং এই সংকীর্তন যজ্ঞ প্রবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে —

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

— শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩২

"এই কলিযুগে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মনীষিরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা সপার্ষদ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আরাধনা করবেন।"

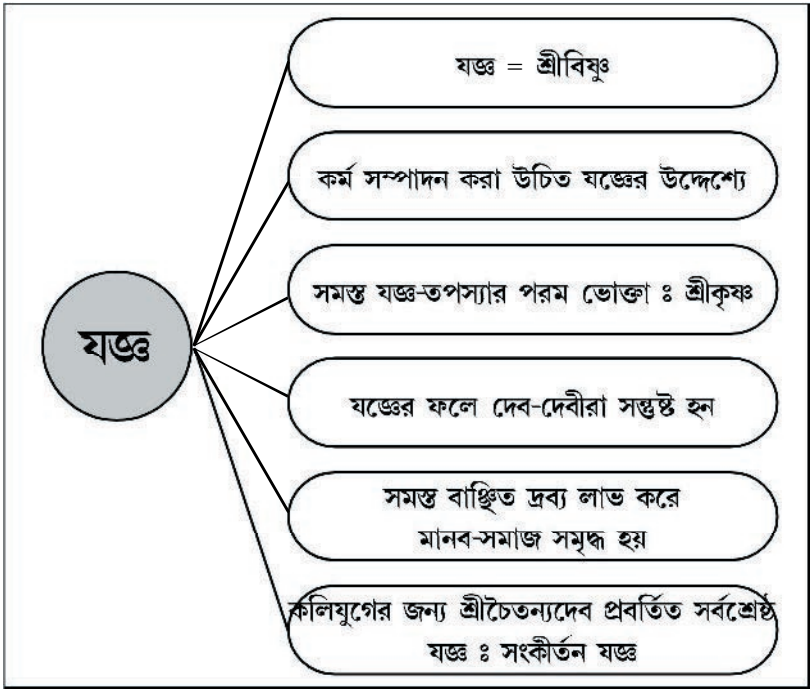

● ভগবানকে খাদ্য নিবেদনের ফল

শ্লোক ১৩

ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তগণ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। আর যারা শুধুমাত্র নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অন্ন রন্ধন করে, তারা কেবল পাপ ভক্ষণ করে।

বিশ্লেষণ

প্রকৃতপক্ষে সকল আহার্যই ভগবানের দান। শাক-সব্জি, ফলমূল, দুধ, শস্যদানা প্রভৃতি কারখানায় তৈরি করা যায় না। কারখানায় কোন কৃত্রিম পদার্থ দিয়ে খাদ্য তৈরি হয় না — সমস্ত উপাদান সর্বজীবের প্রতিপালক ভগবানই সরবরাহ করেন। তাই সব কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়। যে তা করে না, সে চোর। অত্যন্ত মূঢ়রাই কেবল ভগবানকে অস্বীকারপূর্বক ভগবানের দেওয়া আহার্যবস্তু নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উপাদেয়রূপে রান্না করে ভক্ষণ করে। আসলে এটি স্পষ্ট চৌর্যবৃত্তি; আর এইভাবেই বস্তুত তারা পাপই ভক্ষণ করে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একটি চোর বা পাপী কখনই সুখী হতে পারে না।

ভক্তগণ সর্বদা ভগবান শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমে মগ্ন। তাই তাঁরা সর্বক্ষণ ভগবান মুকুন্দের সুখবিধানে তৎপর। তাঁরা ভগবানকে অর্পণ না করে কোন আহার্য গ্রহণ করেন না। তাঁরা কেবল ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করেন, এবং শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় থাকেন।

এইভাবে সমস্ত জড় কলুষের প্রভাব থেকে তাঁরা মুক্ত হন। তাই প্রকৃত সুখী হওয়ার জন্য প্রত্যেককে কৃষ্ণভাবনামৃতে আসক্ত হওয়া উচিত, ভগবানে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণের অভ্যাস করা উচিত এবং সংকীর্তন যজ্ঞের দিব্য আনন্দময় পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

শ্লোক ১৪-১৬

অন্ন থেকে জীবের জড় দেহ উৎপন্ন হয়, বৃষ্টির ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। আর শাস্ত্রবিহিত কর্ম থেকে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। বেদ থেকে যজ্ঞাদি কর্ম উদ্ভূত হয়েছে, আর পরমেশ্বর ভগবান থেকে বেদ প্রকাশিত হয়েছে। তাই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

হে অর্জুন! ভগবান মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য যজ্ঞের পন্থা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই পন্থা অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয়ভোগী পাপীর জীবনই বৃথা।

বিশ্লেষণ

জীব যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন সে কলুষিত হয়ে পড়ে এবং সমস্ত ভগবৎ-সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করতে উদ্যোগী হয়। একে বলা হয় ভবরোগ। সে ভগবানকে কিছুই নিবেদন না করে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকে। এইভাবে সেই ইন্দ্রিয়ভোগীর ভবরোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্রমাগত পাপ সঞ্চয়ের ফলে পরবর্তীতে সে একটি পশুদেহ প্রাপ্ত হয়।

বেদে যজ্ঞার্থে অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সমস্ত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈদিক নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভবরোগ মুক্ত করে তাদের ভগবৎ-ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই কামনাসক্ত মানুষের জন্য করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের পন্থা প্রবর্তন করেছেন, যাতে তারা কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

এছাড়া আমরা জাগতিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। কিন্তু জাগতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় শস্যদানাদি আহার্য, আলো, বায়ু, জল প্রভৃতি সব কিছুই দেব-দেবীদের মাধ্যমে ভগবান প্রদান করছেন। যজ্ঞের মাধ্যমে দেব-দেবীগণও পরিতুষ্ট হন। তাঁরা সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য মানব-সমাজকে দান করেন এবং সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করার মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়।

যারা জড় জাগতিক সুখ লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাদের জন্যই বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে। মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ অবলম্বন করে সরাসরি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। তাঁদের বৈদিক যজ্ঞের প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণভক্ত সকল কর্মই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানের জন্য সম্পাদন করেন। তিনি সমস্ত আহার্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করার ফলে এবং ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কলুষময় প্রবৃত্তি শুদ্ধ হয়, এবং ভক্ত ক্রমশ শুদ্ধসত্ত্ব-স্তরে অধিষ্ঠিত হন।

● ভগবৎ-ভাবনাময় ভক্তের স্তর

শ্লোক ১৭-১৮

কিন্তু যিনি সম্পূর্ণ ভগবৎ-ভাবনাময় হয়ে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন, তাঁর কোন কর্তব্য-অকর্তব্যের বাধ্যবাধকতা নেই। এই রকম আত্মানন্দী ব্যক্তির ইহজগতে ধর্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে অন্য কোন প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হয় না।

বিশ্লেষণ

বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং যাগ-যজ্ঞাদির উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় কামনায় আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের মধ্যে সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত করা। যদি কৃষ্ণভক্তি উদিত না হয়, তা হলে বৈদিক ধর্মানুষ্ঠান কিছু শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়।

যিনি কৃষ্ণের নিত্যদাস রূপে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়েছেন, তাঁর আর সামাজিক বা বৈদিক কর্তব্য-অকর্তব্যের বাধ্যবাধকতা থাকে না। তিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় মগ্ন। কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে তাঁর অন্তর কলুষমুক্ত ও পবিত্র হয়েছে। তিনি সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি নিরলসভাবে কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূরণে নিযুক্ত থেকে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন। কৃষ্ণভক্তি এতই শক্তিশালী যে, মুহূর্ত-মাত্র তা সাধন করলেই হাজার হাজার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করা যায়।

অবশ্য কৃষ্ণভক্ত আত্মজ্ঞানের নামে অলস কর্মবিমুখ জীবন যাপন করেন না। কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণসেবা; ভক্ত এক মুহূর্ত সময় অপচয় না করে অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত থাকেন।

● সাধারণ মানুষ মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে অনুসরণ করেন

শ্লোক ১৯-২১

অতএব অর্জুন! তুমি কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। এইভাবে উত্তমা ভক্তি লাভ করা যায়। পূর্বকালে জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এইভাবে ভগবৎ-ভাবনাময় কর্ম সাধন করেছিলেন এবং ভক্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অতএব জনসাধারণকে শিক্ষা দানের জন্য তোমার কর্ম করা উচিত। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ সর্বদাই তা অনুসরণ করে।

বিশ্লেষণ

যিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তিনি জড় জগতকে ভোগ করার জন্য কর্ম করেন না। কিন্তু তিনি কর্মত্যাগও করেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে জাগতিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে সাধারণ মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন, যাতে তারাও এইভাবে কর্ম সম্পাদন করে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে।

সীতাদেবীর পিতা রাজর্ষি জনক রাজ্যসুখের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্ত ছিলেন না; কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার্থে নিরাসক্ত অন্তরে তিনি রাজকার্য করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত অর্জুনের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সময় বিশেষে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংস যুদ্ধেরও প্রয়োজন আছে। সহিংস যুদ্ধকর্মও ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের মাধ্যমে তা কৃষ্ণসেবায় পরিণত করা যায় এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়।

মানব-সমাজ সর্বদাই নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু সমাজের নেতৃবৃন্দ যদি অসৎ হয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শূন্য হয়, তা হলে তাদের ভ্রান্ত পরিচালনায় সমগ্র মানব-সমাজ বিপথে পরিচালিত হয়। তখন তারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যায়, এবং সমগ্র মানব-সভ্যতা হয়ে ওঠে বিষময়।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন যাপন করা উচিত, তা হলে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা যায়। পিতা, শিক্ষক এবং রাজা হচ্ছেন সাধারণ নিরীহ জনগণের পথপ্রদর্শক। মানব-সমাজের পরিচালনার মহৎ দায়িত্ব এঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। সেই জন্য তাঁদের উচিত শাস্ত্রবিহিত ভগবৎ-নির্দেশিত আচরণ করে আদর্শ সমাজ গঠন করা, যাতে সমাজের প্রত্যেক সদস্যদের পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সকলেই সুখী ও আনন্দময় জীবন যাপন করতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যাঁরা শিক্ষক, তাঁরা যেন নিজে শুদ্ধ, আদর্শ জীবন যাপন করার অভ্যাস করার পর নিজেদের জীবনাদর্শের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দেন। এর জন্য অবশ্যই শাস্ত্রনির্দেশ মেনে চলতে হয়। খেয়াল খুশিমতো আচার-আচরণ করে এবং মনগড়া কথা বলে কেউ আদর্শ শিক্ষক হতে পারে না। বাইরে থেকে যতই আকর্ষণীয় মনে হোক, এরকম মানুষ আসলে ধীরে ধীরে জনসাধারণকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট করে,

শব্দার্থ ঃ রাজর্ষি—রাজা + ঋষি; রাজা হয়েও যিনি ঋষির ন্যায়।

তাদের বিপথগামী করে। তাই জনসাধারণের পরিচালকদের অবশ্যই ভগবানের সেবক হতে হবে এবং আদর্শ শাস্ত্রানুগ আচরণের মাধ্যমে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে সকলকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত করতে হবে।

● ভগবানও কর্ম করেন

শ্লোক ২২-২৪

হে পার্থ! এই ত্রিজগতে যদিও আমার পাওয়ার কিছু নেই, হারাবারও কিছু নেই, তবু আমি কর্মে নিরত থাকি। কারণ আমি যদি কর্ম না করি, তা হলে সমস্ত লোক আমার অনুকরণ করে কর্মত্যাগ করবে। আমি কর্ম না করলে বর্ণসঙ্কর-আদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, ফলে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে এবং সমস্ত জগৎ উৎসন্নে যাবে।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো নন, এমন কি দেবতাদের সঙ্গেও তিনি তুলনীয় নন। তিনি দেবতাদেরও দেবতা, সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; তাঁর দেহ জড় নয়, তাঁর দেহ ও আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর অপ্রাকৃত দেহের প্রতিটি অঙ্গ অপর সকল অঙ্গের কাজ করতে সমর্থ (*অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি*)। তিনি সমস্ত কিছুর প্রভু ও নিয়ন্তা। এই ত্রিভুবনে তাঁর পাওয়ার বা হারাবার কিছু নেই।

কিন্তু জীব যখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করে অধোগামী হয়, সর্বজীবের পরম পিতা হিসাবে তিনি তাদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন — নিজে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে। অধঃপতিত জীব যাতে পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে, সেই জন্য তিনি নিজে শাস্ত্রোচিত কর্তব্য সাধন করেন।

মানব-জীবনের লক্ষ্য পশুদের মতো নয়; পশুরা কেবল তাদের দেহের সাহায্যে আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশবৃদ্ধি করতে ব্যস্ত। দুর্লভ এই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবৎ-উপলব্ধি। আর এই রকম সমাজের জন্য প্রয়োজন শাস্ত্র-নির্দেশিত নানা বিধি-নিষেধ পালন। কিন্তু এই সবই কেবল বদ্ধ জীবের জন্য — ভগবানের জন্য নয়। কিন্তু ভগবান বদ্ধ জীবের মঙ্গলার্থে নিজে ধর্মাচরণ করে বদ্ধ জীবকে সংযত ও ধর্মপরায়ণ হতে উৎসাহিত করেন। যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কঠোর সন্ন্যাসব্রত পালন করে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের শুধু ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত, কখনই তাঁর অনুকরণ করা উচিত নয়। মহাদেব সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত বিষ পান করেছিলেন। কিছু মূর্খ তাঁর অনুকরণ করে গাঁজা প্রভৃতি বিষাক্ত নেশা করে থাকে। কিন্তু তার ফলে তারা কেবল তাদের আয়ুকেই ধ্বংস করে। কিছু ভণ্ড কৃষ্ণভক্তও রয়েছে, যারা ভগবানের পরম অন্তরঙ্গ রাসলীলার অনুকরণ করে এবং এইভাবে তাদের পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়। ভগবানের সমস্ত লীলাই অপ্রাকৃত, অসাধারণ। যেমন তিনি সাতদিন গোবর্ধন পর্বত বাঁহাতের কনিষ্ঠ আঙুলে ধারণ করে বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আমরা একটি পাথরখণ্ডও এভাবে ধরে রাখতে পারি না।

আবার অনেক মহাভণ্ড রয়েছে, যারা নিজেরাই ভগবানের অবতার সাজে, আর নানা কথার যাদু আর ছলাকলা দেখিয়ে অজ্ঞ লোককে বিভ্রান্ত করে। সর্বশক্তিমান ভগবান সাজতে গিয়ে নশ্বর একটি জড় দেহে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর প্রকোপে সর্বদাই জর্জরিত হয়।

● ভগবৎ-সেবাময় কর্ম করে জ্ঞানীগণ অন্যদের পথ দেখাবেন

শ্লোক ২৫-৩০

হে ভারত! অজ্ঞানীরা যেমন কর্মের ফলভোগের বাসনায় কর্ম করে, তেমনই জ্ঞানীরা ফলাসক্তি-বিহীন কর্ম করে সকলকে অনুপ্রাণিত করবেন।

হে অর্জুন! বদ্ধ জীব মোহে অত্যন্ত আচ্ছন্ন। জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা সব কিছু ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু জীব সেই ত্রিগুণের কার্যকে নিজের কাজ বলে মনে করে এবং 'আমি কর্তা' — এই রকম অভিমান করে এবং ভোগসুখাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য লিপ্ত হন না। তিনি সাধারণ মানুষকে তাদের কর্মত্যাগের উপদেশ দিয়ে তাদের বিচলিতও করেন না।

হে পার্থ! তোমার সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ কর। এইভাবে অপ্রাকৃত চেতনায় স্থিত হয়ে মমতা, কাম ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর।

বিশ্লেষণ

জড় বাসনায় আবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ফলকামনাযুক্ত কর্ম অর্থাৎ সকাম কর্ম করে, তার ফলে কর্মবন্ধনে বিজড়িত হয়। সেই জন্য জ্ঞানীদের কর্তব্য হচ্ছে, অনাসক্ত হয়ে ভগবৎ-চেতনাময় কর্ম করে সাধারণ মানুষকে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করা।

জড় দেহ ভগবানের নির্দেশনায় জড়া প্রকৃতির তৈরি। চিন্ময় আত্মা যখন জড় বিষয় সম্ভোগ করতে চায়, তখন তাকে জড় দেহে প্রবেশ করতে হয়। সে তখন জড় দেহটিকেই 'আমি' বলে মনে করে। এইভাবে মিথ্যা 'অহং' বোধে সে আচ্ছন্ন হয়। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ হচ্ছে সত্ত্ব, রজ এবং তম। এই ত্রিগুণের তাড়নায় দেহটি জাগতিক কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব ভাবে, 'এই সব কাজের কর্তা আমি'। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় আত্মার বৃত্তিই হচ্ছে ভগবৎ-সেবা। ইন্দ্রিয়ভোগাদি সমস্ত কাজ জড় গুণের কার্য; কিন্তু জীব মিথ্যা অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে জড় গুণজাত কার্যের কর্তা বলে ভাবে। কিন্তু সে যখন তার দেহ-মন-বুদ্ধিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করে, তখন তার অন্তর কলুষমুক্ত, পবিত্র হয়। এইভাবে সে গুণগুলির প্রভাব ও মিথ্যা অহংবোধ থেকে মুক্ত হয় এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাসরূপে উপলব্ধি করতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মমত্ববুদ্ধি-শূন্য, নিষ্কাম ও শোকশূন্য হয়ে তাঁকে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করতে অর্থাৎ তাঁর প্রীতি বিধানার্থে কর্ম করতে বলছেন। ভক্ত জানেন যে, জগতের সব কিছুই ভগবানের, তাই তিনি কিছুই 'আমার' মনে করেন না; ফলে তিনি 'মমত্ববুদ্ধি-শূন্য'। যেমন খাজাঞ্চী তার মালিকের লক্ষ লক্ষ টাকা গণনা করলেও এক টাকাও নিজের মনে করেন না। এ ছাড়া ভক্ত নিষ্কাম, কারণ তাঁর সমস্ত বাসনা কেবল শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের বাসনায় পরিণত হয়েছে। এইভাবে কর্ম করলে 'শোকশূন্য' হওয়া যায়, দুঃখ-তাপ আমাদের আর বিচলিত করে না। পক্ষান্তরে, ভগবানের সেবা না করে অন্যভাবে সুখী হবার চেষ্টা করলে কোনদিনই সেই চেষ্টা সফল হয় না।

● স্বেচ্ছাচারীদের জীবন বৃথা

শ্লোক ৩১-৩২

হে অর্জুন! নির্মৎসর ও শ্রদ্ধাবান হয়ে যিনি আমার নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, তিনি কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হন। কিন্তু যারা অসূয়াবশতঃ

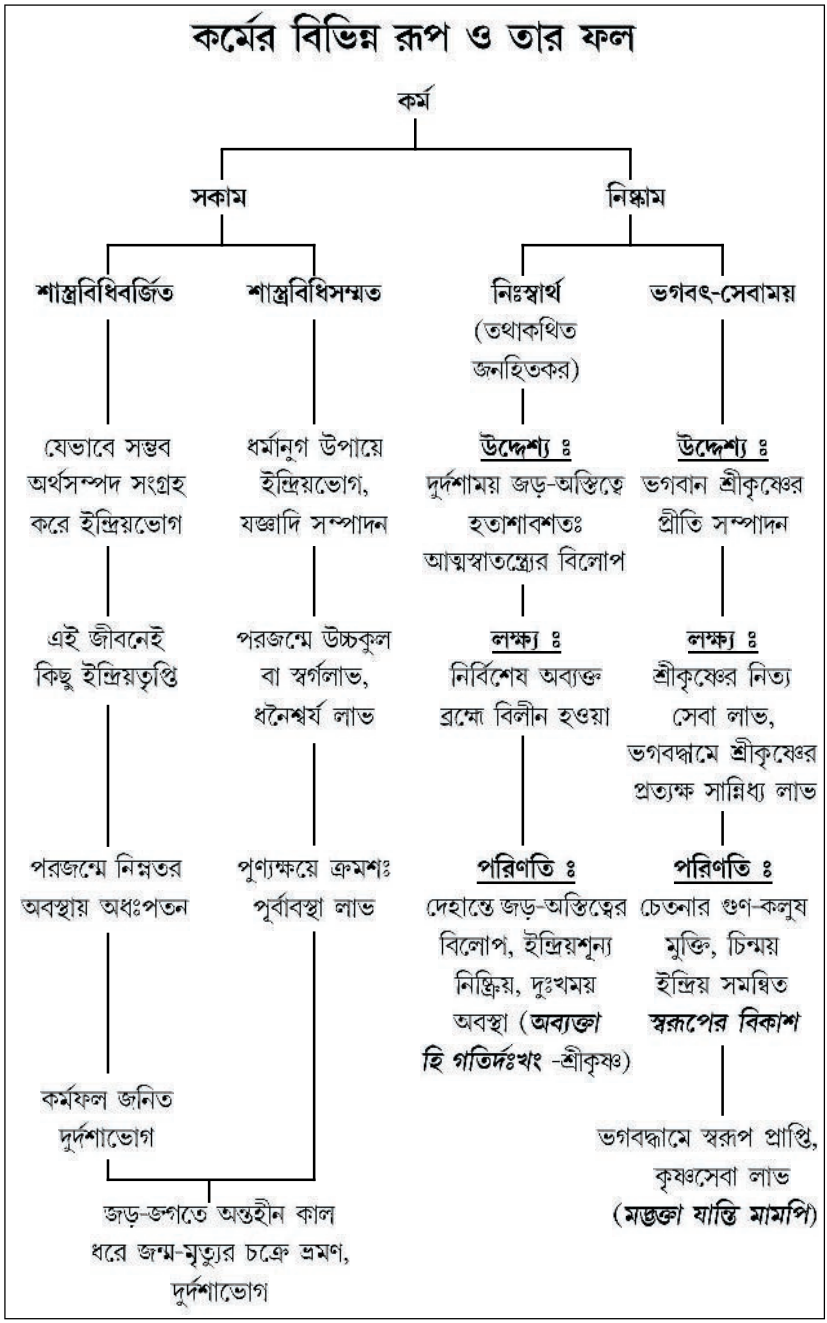
কর্মের বিভিন্ন রূপ ও তার ফল
কর্ম
সকাম
নিষ্কাম
শাস্ত্রবিধিবর্জিত
শাস্ত্রবিধিসম্মত
নিঃস্বার্থ (তথাকথিত জনহিতকর)
ভগবৎ-সেবাময়
যেভাবে সম্ভব অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে ইন্দ্রিয়ভোগ
ধর্মানুগ উপায়ে ইন্দ্রিয়ভোগ, যজ্ঞাদি সম্পাদন
উদ্দেশ্য ঃ দুর্দশাময় জড়-অস্তিত্বে হতাশাবশতঃ আত্মস্বাতন্ত্র্যের বিলোপ
উদ্দেশ্য ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন
এই জীবনেই কিছু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি
পরজন্মে উচ্চকুল বা স্বর্গলাভ, ধনৈশ্বর্য লাভ
লক্ষ্য ঃ নির্বিশেষ অব্যক্ত ব্রহ্মে বিলীন হওয়া
লক্ষ্য ঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবা লাভ, ভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ
পরজন্মে নিম্নতর অবস্থায় অধঃপতন
পুণ্যক্ষয়ে ক্রমশঃ পূর্বাবস্থা লাভ
পরিণতি ঃ দেহান্তে জড়-অস্তিত্বের বিলোপ, ইন্দ্রিয়শূন্য নিষ্ক্রিয়, দুঃখময় অবস্থা (অব্যক্তা হি গতির্দেহবদ্ভিঃ -শ্রীকৃষ্ণ)
পরিণতি ঃ চেতনার গুণ-কলুষ মুক্তি, চিন্ময় ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্বরূপের বিকাশ
কর্মফল জনিত দুর্দশাভোগ
জড়-জগতে অন্তহীন কাল ধরে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ, দুর্দশাভোগ
ভগবদ্ধামে স্বরূপ প্রাপ্তি, কৃষ্ণসেবা লাভ (মদ্ভক্তা যান্তি মামপি)

আমার এই নির্দেশ পালনে অবহেলা করে, তারা বিমূঢ় হয়ে সমস্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়, এবং তাদের পারমার্থিক সকল প্রচেষ্টা ও জীবন ব্যর্থ হয়।

বিশ্লেষণ

জগতে আমরা অনেক ধনী, মানী, বিদ্বান এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে দেখি। কিন্তু যারা ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষা-বিদ্বেষপরায়ণ, কৃষ্ণভাবনার প্রতি বিমুখ, সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও তাদের জীবন সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত শাশ্বত, নিত্য এবং সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম। একে বর্জন করে কেউই জীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারে না। এমন কি তথাকথিত পণ্ডিতেরা, যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাবশত শ্রীকৃষ্ণকে উহ্য রেখে ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখেছেন, তারাও কোনদিন গীতার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু অতি সাধারণ মানুষও তার সাধ্যানুসারে শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করলে অচিরেই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবন সার্থক করতে পারে।

● স্বধর্ম পালনের প্রয়োজনীয়তা

শ্লোক ৩৩-৩৫

সকলেই এমনকি জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ স্বভাব-প্রবৃত্তির তাড়নায় কর্ম করতে বাধ্য হয়, সুতরাং দমন করে কি লাভ?

হে অর্জুন! জীব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বিষয়ে আসক্তি বা বিরক্তি অনুভব করে। কিন্তু এইভাবে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হলে পারমার্থিক উন্নতি রুদ্ধ হয়।

নিষ্ঠা সহকারে স্বধর্ম আচরণ করা উচিত। স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম উত্তমরূপে আচরণ করাও ভাল নয়। স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে মৃত্যুকেও বরণ করা ভাল, তবু পরধর্ম আচরণ অত্যন্ত ভয়াবহ।

বিশ্লেষণ

গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বর্ণের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম রয়েছে। প্রত্যেকের নিষ্ঠা সহকারে স্বধর্ম পালন করা উচিত। তা না হলে সমাজ-ব্যবস্থায় ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। যেমন সত্ত্বগুণে অবস্থিত ব্রাহ্মণ অহিংসাপরায়ণ, কিন্তু রজোগুণে প্রভাবিত ক্ষত্রিয় হিংসার পথ গ্রহণ

শব্দার্থ ঃ অসূয়া — হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা; **নির্মৎসর** — মৎসরতা শূন্য অর্থাৎ ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংসাশূন্য।

করতে পারেন অর্থাৎ যুদ্ধ করতে পারেন। ব্রাহ্মণের অনুকরণ করে সমাজরক্ষায় ব্রতী ক্ষত্রিয়ের অহিংস হওয়া উচিত নয়।

পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় স্তর হচ্ছে অপ্রাকৃত। এখানে জড় গুণের ক্রিয়া নেই, ফলে গুণানুযায়ী স্তরবিভাগ নেই। সেইজন্য যাঁরা অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা কৃষ্ণসেবার জন্য যেকোন স্তরের আচরণ করতে পারেন। কিন্তু যাদের বুদ্ধি প্রাকৃত জড় স্তরে আবদ্ধ, তাদের উচিত নিজ গুণ ও কর্ম অনুসারে স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে কলুষমুক্ত হয়ে সুপ্ত কৃষ্ণচেতনা বিকশিত করা।

● কাম জীবের পরম শত্রু

শ্লোক ৩৬-৩৭

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "হে বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপ! দেখা যায় মানুষ যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপ আচরণে প্রবৃত্ত হচ্ছে। কে তাদের এইভাবে বলপূর্বক অন্যায় কর্মে নিয়োজিত করে?"

উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে উৎপন্ন কাম হচ্ছে সেই শক্তি যা মানুষকে এই রকম পাপকর্মে প্রবৃত্ত করে। কাম ক্রোধে পরিণত হয় এবং জীবকে অধঃপতিত করে। কাম সর্বগ্রাসী, মহা পাপময়; জেনে রেখো যে, কামই জীবের প্রধান শত্রু।"

বিশ্লেষণ

ভগবান নিত্যকাল আনন্দময় লীলাবিলাসে মগ্ন। তাঁর চিন্ময় আনন্দবিলাস বর্ধনের জন্যই তাঁর থেকে জীবসত্তাসমূহের প্রকাশ হয়েছে। প্রতিটি জীবই তাঁর নিত্যকালের সেবক। প্রতিটি জীবের অন্তরে রয়েছে শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেম। প্রত্যেক জীবকে তিনি স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। জীব যখন এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ভগবানের সেবার পরিবর্তে নিজের ইন্দ্রিয়সম্ভোগে আকৃষ্ট হয়, তখন সে অধঃপতিত হয়। জড় জগতে এসে জড়া প্রকৃতির রজোগুণের প্রভাবে এই শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বিকৃত যৌনবাসনা বা কামে পরিণত হয়, ঠিক যেমন দুধ দইয়ে পরিণত হয়। এইভাবে জীবের শুদ্ধ চেতনা কামে আচ্ছাদিত হয়, তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়। তখন জীব ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কাম-ক্রোধ-লালসার তাড়নায় নানাবিধ

শব্দার্থ ঃ বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপ — বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ কুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ।

অমঙ্গলজনক পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই এই জড় জগতে কামই হচ্ছে প্রতিটি বদ্ধ জীবের চির দুর্জয় শত্রু।

● জীবের শুদ্ধ জ্ঞান কামের দ্বারা আচ্ছাদিত

শ্লোক ৩৮-৪০

আগুন যেমন ধূমে আবৃত থাকে, আয়না যেমন ময়লায় আবৃত থাকে, গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তেমনই প্রতিটি বদ্ধ জীবসত্তা বিভিন্ন মাত্রায় কামের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। হে অর্জুন! কামরূপ চিরশত্রুর দ্বারা মানুষের শুদ্ধ চেতনা আবৃত থাকে।

এই কাম সর্বগ্রাসী অনলের মতো চির-অতৃপ্ত। কামের আশ্রয়স্থল হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধি। কাম এদের মাধ্যমে দেহাভিমানী জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে, আর জীবকে বিমোহিত করে।

বিশ্লেষণ

প্রতিটি জীবের অন্তরে রয়েছে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম। কিন্তু এই ভগবদ্ভক্তি ও শুদ্ধ চেতনা বিকৃত কামের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। ঠিক যেমন ময়লার দ্বারা আয়না আচ্ছাদিত থাকে। যে জীব যত বেশি মাত্রায় কামে আসক্ত, তার চেতনাও তত মলিন।

এই বিষয়ে, গাছের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গাছগুলি প্রত্যেকেই এক একটি জীব, কিন্তু তারা কামে এত আসক্ত যে, তাদের চেতনা প্রায় লোপ পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে জড় জগতে প্রতিটি বদ্ধ জীবের প্রধান চালিকা-শক্তি হচ্ছে কাম। সব কিছুর কেন্দ্র হচ্ছে যৌন আকর্ষণ। এই জন্য জড় জগৎকে বলা হয় 'মৈথুনাগার'। জীব কৃষ্ণসেবায় বিমুখ হওয়ার ফলে যৌন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং এই মৈথুনাগারে পতিত হয়। কিন্তু এই কাম চির-অতৃপ্ত। ঘি দিয়ে যেমন আগুন নেভানো যায় না, বরং আরও প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনই কামকেও কখনও তৃপ্ত করা যায় না, বরং এই জড়জগৎরূপ কারাগারে বন্দিশালার মেয়াদ বৃদ্ধি পায়। কাম তাই জীবের শত্রুস্বরূপ, এবং সমস্ত দুঃখের উৎস।

কলুষিত চিত্তকে মার্জন করার ফলে আবার শুদ্ধ চেতনা লাভ করা যায়, যেমন ধুলোপড়া দর্পণকে মার্জন করলে ক্রমশ উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দেখা যায়। শ্রবণ

কীর্তনাদি ভক্তির অঙ্গগুলি চিত্তদর্পণ মার্জন করার পন্থা। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের ফলে কাম পুনরায় শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হয়, চেতনা নির্মল হয়। ক্রোধকেও ভগবানের সেবায় নিয়োগ করে নির্মল করা যায়। যেমন মহাভক্ত হনুমান ক্রোধকে শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিয়োগ করেছিলেন। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর ক্রোধ প্রয়োগ করে যুদ্ধের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবায় উৎসাহিত করছেন। পরের শ্লোক দুটিতে তিনি নির্দেশ করছেন, কিভাবে এই দুর্বার শত্রু কামকে জয় করা যায়।

● ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কাম জয়

শ্লোক ৪১-৪৩

অতএব হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর; এইভাবে সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশক পাপের প্রতীক এই কামকে বিনষ্ট কর।

অর্জুন, তা অসম্ভব নয়। স্থূল জড় পদার্থের থেকে চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের থেকে মন আরও শক্তিশালী, মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আত্মা। আত্মা জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত অপ্রাকৃত। অতএব হে মহাবাহো! নিজেকে চিন্ময়, স্থূল জড় ইন্দ্রিয়াদির অতীত জেনে, অপ্রাকৃত বুদ্ধির সাহায্যে ভগবৎ-পরায়ণ হয়ে নিকৃষ্ট-বৃত্তি এই দুর্জয় কাম-শত্রুকে জয় কর।

বিশ্লেষণ

এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্জয় শত্রু কামকে বিনষ্ট করার পন্থা উপদেশ দিচ্ছেন। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হচ্ছে কামের আশ্রয় স্থান। মন হচ্ছে ভোগবাসনা করার কেন্দ্র। প্রথমে ইন্দ্রিয় উপভোগের চিন্তায় মন চঞ্চল হয়। বিক্ষুব্ধ মনে কাম প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং বুদ্ধিও কামের দ্বারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে জীবের জ্ঞান লোপ পায়, সে আত্মবিস্মৃত হয়।

কিন্তু জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে সে চিরকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবক। তাই জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে শুরু করে, তখন তার বুদ্ধি নির্মল হয়ে ক্রমশ চিন্ময় স্তরে স্থিত হয়। তখন সে শুদ্ধ আত্মা ও ভগবানের দাসরূপে নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে; সে তার দেহ-রূপ স্থূল জড় আবরণকে তার নিজের স্বরূপ বলে মনে করে না। এইভাবে কৃষ্ণভাবনা

জাগরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত কাম শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, স্থূল জড় দেহের থেকে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়

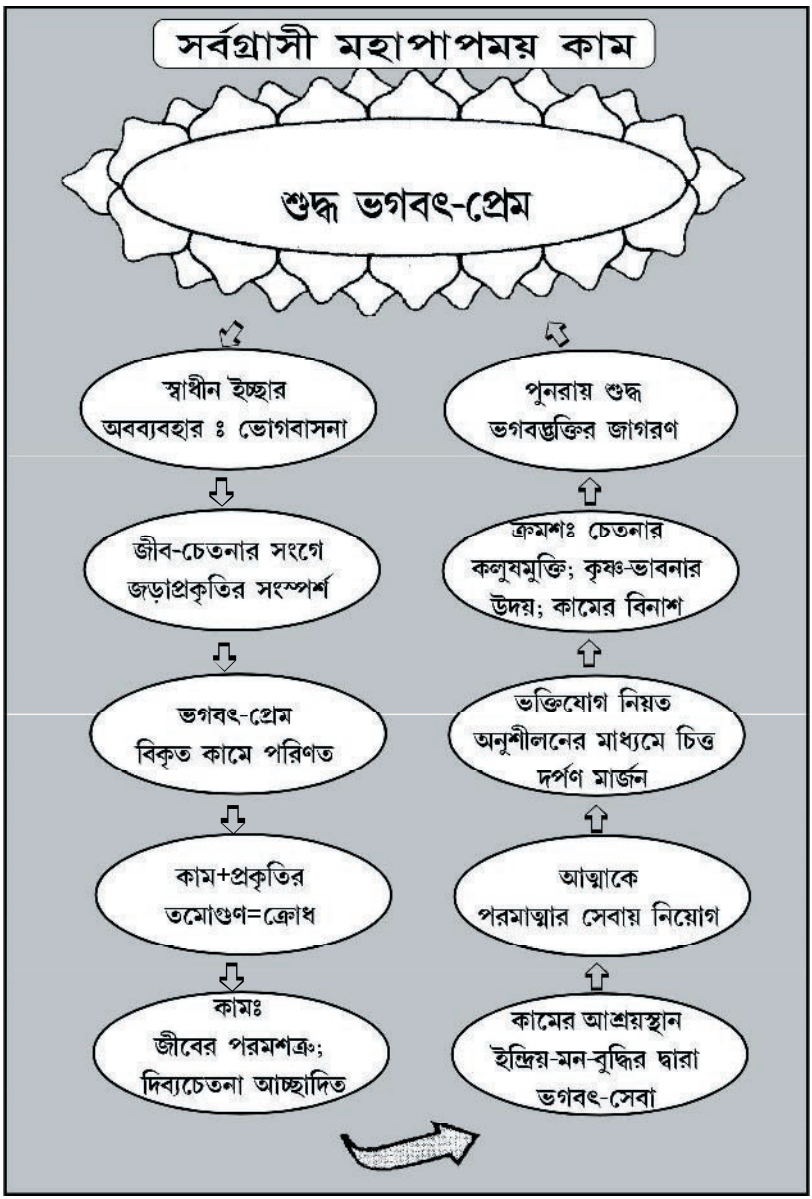

থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, আর বুদ্ধি থেকে আত্মা শ্রেষ্ঠ। তাই আত্মাকে যখন পরমাত্মার সেবায় নিয়োগ করা হয়, তখন আপনা থেকেই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবার নিযুক্ত হয়। চিন্ময় বুদ্ধির সাহায্যে মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিয়োগ করলে, আপনা থেকেই মন, বুদ্ধি সম্পূর্ণ শান্ত ও বশীভূত হয়। অন্য কোন কৃত্রিম পন্থায় তা সম্ভব নয়।

কৃষ্ণভাবনা বা ভক্তিযোগ তাই অত্যন্ত শক্তিশালী। নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে অচিরেই পরম শত্রু কামকে জয় করা যায় এবং শুদ্ধ চেতনা ও সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম পুনরায় লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ের কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক ঃ

১

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই, হে কৌন্তেয়! ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর, এবং তার ফলে তুমি সদাসর্বদা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। —শ্লোক ৯

২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে। —শ্লোক ১৩

৩

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরাও তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অন্য লোকে তারই অনুসরণ করে। —শ্লোক ২১

৪

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।

পরমেশ্বর ভগবান বললেন— হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী এবং পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে। —শ্লোক ৩৭

অনুশীলনী — ৩

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

ক) যারা ভগবানকে নিবেদন না করে আহার্য ভক্ষণ করে, তারা হচ্ছে ঃ

- [ ] বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল।
- [ ] কুসংস্কারমুক্ত, শিক্ষিত।
- [ ] নির্ভীক, সাহসী ও তেজস্বী।
- [ ] পাপভক্ষণকারী চোর।

খ) সমাজের শিক্ষক ও অন্যান্য নেতাদের কর্তব্য হচ্ছে ঃ

- [ ] নিজেরা আদর্শ শাস্ত্রসম্মত আচরণের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত সদস্যদের পথ প্রদর্শন করা, তাদের পরমার্থ-বোধে উদ্বুদ্ধ করা।
- [ ] তরুণ-তরুণীদেরকে ভোগবাদী শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সম্ভোগে পারদর্শী করে তোলা।
- [ ] জীবন ও তার পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও বিজ্ঞের ভাণ করে লোক ঠকানো, তাদের পারমার্থিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া।
- [ ] বিদেশ থেকে উচ্চ প্রযুক্তি আমদানি করে দেশে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করা

গ) সেই ব্যক্তিই পরম জ্ঞান লাভ করে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হতে সমর্থ হন,

- [ ] যিনি অত্যন্ত উদার মনে খেয়াল খুশিমতো একটি পথ অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করেন।
- [ ] যিনি অন্যের প্রতি ঈর্ষা-অসূয়াশূন্য এবং ভগবানের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

☐ যিনি নিষ্ঠা সহকারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করেন।
☐ যিনি কেবল মানুষকে খাদ্যবস্ত্র দান করে তাদের সেবা করেন।

২। সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করুন ঃ

☐ ক) সুখী হওয়ার জন্য প্রত্যেকের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা।
☐ খ) মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে বদ্ধ জীব নিজেকে প্রকৃতির গুণজাত ক্রিয়াকলাপের কর্তা বলে ভাবে।
☐ গ) কেবল সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ পণ্ডিত হলেই গীতা উপলব্ধি করা যায়।
☐ ঘ) কলুষিত চিত্তকে ভক্তিযোগের মাধ্যমে নিষ্কলুষ শুদ্ধ করা সম্ভব।
☐ ঙ) জাগতিক সুখলাভে আগ্রহীদের জন্যই বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে।
☐ চ) ভগবানের নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই, তাই তিনি কোন কর্মই করেন না।
☐ ছ) জড় জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বাসনায় কলুষিত অপরাধী জীবদের সংশোধিত হবার সুযোগ দেওয়া।
☐ জ) যে জীব যত বেশি কামপ্রবণ, তার শুদ্ধ চেতনা ও দিব্যজ্ঞান তত বেশি আবৃত।

৩। সঠিক তথ্যগুলিতে টিক (✓), ভুল তথ্যে ক্রস (✗) চিহ্ন দিন।

একটি গাছ ও একটি মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য ঃ

সাদৃশ্য ঃ

☐ উভয়ের দেহের মধ্যেই রয়েছে চিন্ময় আত্মা।
☐ উভয়ের দেহ জড়া প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত।
☐ উভয়ের চেতনা সমানভাবে জড়গুণে আচ্ছাদিত।
☐ উভয়ের হৃদয়ে পরমাত্মা বিরাজমান।
☐ দুটি জীবের জীবাত্মাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
☐ উভয় জীবের জীবাত্মাই একদিন ব্রহ্মে মিশে যাবে।
☐ উভয় জীবই দৈবাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে।
☐ উভয়ের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম।

পার্থক্য ঃ

	গাছ অত্যন্ত কামে আচ্ছাদিত, ফলে তার চেতনা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি আবৃত।
	মানুষের হৃদয়ে রয়েছেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা, গাছের তা নেই।
	মানুষের অনুভূতি আছে, গাছের তা নেই।
	মানুষ পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে জীবনের চরম লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, গাছ তা পারে না।
	মানুষের হৃদয়ে সুপ্ত আছে ভগবদ্ভক্তি, কিন্তু গাছের তা নেই।
	গাছ অনন্ত কাল ধরে গাছই হয়ে চলবে, কিন্তু মানুষ ভগবদ্ভজন করে ভগবানকে প্রাপ্ত হবে।
	গাছ ভগবানের জড়া প্রকৃতি-সৃষ্ট, কিন্তু মানুষ চিন্ময়, পরা প্রকৃতি সৃষ্ট।

৪। সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

ক) এই অধ্যায়ে অর্জুন তাঁর সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দুটি প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন দুটি কি কি?

খ) কলিযুগের জন্য নির্দিষ্ট যজ্ঞের পন্থাটি কি? এর বৈশিষ্ট্য কি?

গ) সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কিভাবে আচরণ করা উচিত?

ঘ) বেদ কোথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে?

ঙ) কর্মপ্রবৃত্তি কিভাবে পরিচালিত করলে আমাদের চেতনা ও কলুষিত প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ হয়?

চ) শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের ভবিষ্যৎ বাণীটি কি? শ্লোকটি মুখস্থ বলুন।

ছ) ইহজগতেও সুখ-সমৃদ্ধি লাভের প্রকৃত উপায়টি কি?

জ) ভগবান নিজেও কেন কর্মে ব্যাপৃত আছেন?

ঝ) কারা কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হন, আর কাদের প্রচেষ্টা ও জীবন ব্যর্থ হয়?

ঞ) আগুন, আয়না ও গর্ভের দৃষ্টান্তগুলি কেন দেওয়া হয়েছে?

ট) কোন্ স্তর লাভ করলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে না?

ঠ) ক্রোধকে কিভাবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করা যায়? উদাহরণ সহ লিখুন।

৫। যথাযথ উত্তর দিন ঃ

ক) কারা পাপ ভোজন করে? কিভাবে এর থেকে মুক্ত হওয়া যায়?

খ) কামকে কেন জীবের পরম দুর্জয় শত্রু বলা হয়েছে বুঝিয়ে বলুন।

গ) কেন যজ্ঞার্থে কর্ম করা প্রয়োজন?

ঘ) কেন জোর করে কর্মত্যাগ অসম্ভব? তাই কিভাবে কর্ম করা উচিত?

ঙ) কেন ভগবানকে অনুকরণ করা উচিত নয়?

চ) বদ্ধ জীব কিভাবে কর্ম করে থাকে? জ্ঞানীগণ তাদের কি উপদেশ দেবেন?

ছ) কেন নিষ্ঠা সহকারে স্বধর্ম আচরণ করা উচিত?

জ) কেন জীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়?

ঝ) রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত দানের মাধ্যমে ভগবান কি ব্যাখ্যা করছেন?

ঞ) কিভাবে জীবের জ্ঞান লোপ পায়?

ট) কিভাবে কামকে বিনষ্ট করা যায়?

ঠ) আদর্শ পিতা, আদর্শ নেতা ও আদর্শ শিক্ষক কেমন হবেন? তাঁদের কর্তব্য কি?

ড) জড় জগতে জীবসকল পর্যায়ক্রমিক পন্থায় কিভাবে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে ব্যাখ্যা করুন।

ঢ) মিথ্যাচারী ভণ্ড কে?

ণ) প্রসাদ ভোজনের ফলে কি হয়?

ত) ভক্ত ও অভক্ত — দুজনেই কর্ম করেন। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য কি?

থ) মানুষ, গাছপালা, পশুপক্ষী — এরা সবাই কামের দ্বারা আচ্ছাদিত কেন?

দ) জীবের অন্তরস্থ শাশ্বত ভগবৎ-প্রেম কেন ও কিভাবে বিকৃত হয়? কিভাবে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়?

ধ) এই অধ্যায়ের চারটি শ্লোক মুখস্থ বলুন।